Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৮ আগস্ট, ২০১৮

৪১ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা ২৭ আগস্ট, ২০১৮, সোমবার, ১০ ভাদ্র, ১৪২৫

জেলা জুড়ে কেরালার বন্যাপ্লাবিত মানুষের জন্য সাহায্য সংগ্রহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ আগস্ট : কেরালার বন্যাপ্লাবিত মানুষের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন জেলার মানুষ। এদিন আউসগ্রামের জঙ্গল এলাকার খেটেখাওয়া মানুষ ও সবজি বিক্রেতারা তাদের সামর্থ অনুযায়ী বন্যাত্রাণে অর্থ দিয়ে সাহায্য করলেন। গ্রামের সাধারণ পরিবারের সঙ্গে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন দেবশালা হাটতলা মোড়ের ছোটো ছোটো ব্যবসায়ীরাও। প্রত্যন্ত এই গ্রাম্য হাটে প্ল্যাকার্ড সহ কৌটো হাতে নিয়ে এই কর্মসুচিতে নেতৃত্ব দেন দেবশালা অঞ্চলের কৃষক ও যুবকর্মী অজয় বাগদি, কার্তিক কোনার, লক্ষ্মী রায় প্রমুখ। এদিন সিপিআই(এম) শহর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে গুসকরা বাসস্ট্যান্ড, স্টেশনবাজার সহ রাস্তার দুধারে সাধারণ ব্যবসায়ী, পথচারী, টোটো চালক সহ সমস্ত মানুষের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ করা হয়। নেতৃত্ব দেন আলমগির মণ্ডল, নারায়ণ ঘোষ এবং এরিয়া কমিটির অন্যান্য সদস্যরা। এদিন কালনা শহরে অর্থসংগ্রহে নামেন মহিলারা। ২৫জনের এই মহিলা দলের নেতৃত্ব দেন সারা ভারত মহিলা সমিতির জনা মুখার্জি,

—এরপর চারের পাতায়

নিরাপত্তা নাই, দ্বিগুণ ভাড়া গুনছেন ফেরিঘাটের যাত্রীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২২ আগস্ট : নাদনঘাট থানার নসরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সিদ্ধিপাড়া ফেরিঘাটে ঠিকাদার ও পেটি ঠিকাদারের বিবাদে বিপাকে পড়েছেন ফেরিঘাটের হাজার হাজার যাত্রী। ২১শে আগস্ট থেকে তাদের দ্বিগুণ ভাড়া গুণতে হচ্ছে। উল্লেখিত ঘাট বিলি করে থাকে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ। পূর্বে এই ঘাটের ইজারা পেতেন স্থানীয় মবিন শেখ। কিন্তু গত ২০১৭ থেকে তিন বছরের জন্য সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকায় ইজারা পান নদীয়া জেলার স্বরূপগঞ্জের গঙ্গা চৌধুরী। ১লা অক্টোবর, ২০১৭ থেকে গঙ্গাবাবুর ইজারা শুরু হয়। কিন্তু পুরনো ইজারাদার মবিন শেখ তাঁর ফেরি পারাপার কর্মসূচি বন্ধ করে না। গঙ্গা চৌধুরী উচ্চ আদালতের নির্দ্দেশে পূর্ব পাড়ে ফেরিঘাটের দখল নিয়ে এদিন যাত্রীদের ভাড়া আদায় শুরু করেন। অন্যদিকে মবিন শেখ নদীর পশ্চিম পাড়ে বসে সমভাবে ভাড়া আদায় চালিয়ে যান। ফলে যাত্রীভাড়া এক লাফে দ্বিগুণ হয়ে গেছে, এদিকে যাত্রীদের নিরাপত্তা নাই। গঙ্গা চৌধুরীর বক্তব্য এতদিন মবিন শেখ

জোর করে ফেরিঘাট দখল করেছিলেন, আমি তাকে আদালতের নির্দ্দেশে অপসারিত করেছি। অন্যদিকে অভিযুক্ত মবিন শেখের বক্তব্য- উনি ফেরিঘাট চালাতে অক্ষম হয়ে আমাকে তিন বছরের জন্য পার্টনার হিসাবে নিয়েছেন, তার কাগজপত্রও আছে। কেন আমি ঘাটের দখল ছাড়বো? কালনা মহকুমাশাসক নীতেশ ঢালি এ বিষয়ে বলেন, বিষয়টি আমি খতিয়ে দেখছি।

পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনে দলীয় হুইপ অবমাননা শাসক দলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৪ আগস্ট : টসের মাধ্যমে প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচিত হল সাতগাছিয়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে। মেমারি-২ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত এই গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনে দল প্রধান ও উপপ্রধানের নাম ঠিক করে দিলেও নির্বাচিত সদস্যরা তা না মানায় দলের হুইপ অগ্রাহ্য করে দশ সদস্যের এই গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান ও উপপ্রধানের পদের জন্য পাল্টা প্যানেল পেশ করা হয় এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিধি অনুসারে ভোটাভুটিও হয়। দেখা যায় অফিসিয়াল ও তার বিরোধীরা পাঁচাট করে ভোট পেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত টসে প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচিত হন যথাক্রমে শুকুরমনি টুডু ও বাবলু মাণ্ডি। এদিন বোর্ড গঠন নিয়ে উত্তেজনা ছিল চরমে। একই চিত্র দেখা যায় পূর্বস্থলী-২ পঞ্চায়েত সমিতির অর্ন্তগত মেরতলা গ্রাম পঞ্চায়েতে। বোর্ড গঠনের দু'দিন আগে পূর্বস্থলীর

দায়িত্বে থাকা শাসক দলের দলীয় অবজারভার রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি দলীয় কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানে তাপসী সর্দারকে মেরতলার প্রধান করার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু বোর্ড গঠনের সময় দেখা যায় তাপসী সর্দার স্বয়ং প্রধান পদের জন্য উদয় আশ-এর নাম প্রস্তাব করেছেন। অন্যান্য সদস্যরা তাপসী সর্দারের প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এদিনের নির্বাচন পরিচালনার জন্য উপস্থিত দলীয় পর্যবেক্ষক বিপুল দাস ও ড. দেবাশীষ নাগ অপ্রত্যাশিত এই ঘটনায় হতচকিত হয়ে পড়েন। সব কিছু তাঁদের হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত প্রধান নির্বাচিত হন উদয় আশ। অবশ্য পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতা ছিল দেখার মতো।

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ আগস্ট : পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, বর্ধমান শহর কমিটি নবম সম্মেলন হয়ে গেল তিনকোনিয়া গুডশেড রোড-এর 'জাগরী' সভাগৃহে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বাণিজ্য বিভাগের প্রাক্তন ডিন ড. অরূপ চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন যুগ্ম সম্পাদক বিকাশ বিশ্বাস। প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন ৫ জন। সম্মেলন থেকে ২২ জনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি আবুল হাসান, কার্যকরী সভাপতি সুকৃতি ঘোষাল, সহ সভাপতি শিবশঙ্কর চ্যাটার্জী, কুশল দে, শিবাশিস ঘোষ। যুগ্ম সম্পাদক মিনতী গোস্বামী, স্বরূপ মুখার্জী। সহঃসম্পাদক অনন্য ভট্টাচার্য, সত্যজিৎ ভট্টাচার্য। সম্মেলনে ৬৮ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন থেকে কেরলের বন্যা দুর্গতদের ত্রাণ তহবিলে ৮১০ টাকা সাহায্য করা হয়। সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন সুকৃতি ঘোষাল, অরুণ মজুমদার, শিবাশিস ঘোষ।

ছাত্রীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেবার অভিযোগে গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২১ আগস্ট : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস করে ছাত্রীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেবার অভিযোগ উঠলো মেমারি কলেজের আংশিক সময়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক তথা তৃণমূলের নেতা রবীন মজুমদারের বিরুদ্ধে। এমন নোংরা কাজের নিন্দায় ঝড় উঠেছে নানা মহলে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃতা মহিলার নাম রহিলা খাতুন, বয়স ১৯। গত ২০ আগস্ট মেমারির মায়ের কোল পাড়ায় তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হলে চাঞ্চল্য ছড়ায়। তিনি মেমারি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের বাংলা অনার্সের ছাত্রী। তাঁর মৃত্যু ঘটনা নিয়ে এলাকায় ব্যাপক বিক্ষোভ ছড়ায়। রবীন মজুমদারের গ্রেপ্তারের দাবিতে পথ অবরোধও হয়। তার বাড়ি মেমারির সোমেশ্বর তলায়। মেমারি থানায় অভিযোগ করেন মৃতার বাবা আব্দুল হাসান। মেমারি পুলিশ তাকে হুগলির গুড়াপ থেকে গ্রেপ্তার করে আনে। তার বিরুদ্ধে কয়েকটি

ধারায় মামলা রুজু করে বর্ধমান আদালতে তোলা হয়। অভিযুক্তর বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করে ছাত্রীর বাবা ও দিদি বিলকিস বেগম।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ফল প্রকাশ দেরিতে, ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্ভোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৬ আগস্ট : ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। শুরুটা হয়েছে ২০১১ সালের পর। পরীক্ষার ফল বের হচ্ছে ছ'মাস, আট মাস দেরিতে। বের হলেও তা অনেক মার্কশিট ভুলে ভরা। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলিতে স্নাতক পরীক্ষা হয় প্রথম সেমেস্টার জানুয়ারিতে। তার ফল প্রকাশ হবে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে। এদিকে ছাত্রদের দ্বিতীয় সেমেস্টার পরীক্ষা দিতে হয়েছে জুলাই মাসে প্রথম সেমেস্টারের ফল না জেনেই।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ৬৪টি কলেজে ১ লক্ষ ৫২ হাজার পড়ুয়া প্রথম সেমেস্টারে বসে। দ্বিতীয় সেমেস্টারে বসে দেড় লাখ ছাত্র-ছাত্রী। প্রথম সেমেস্টারের ফল প্রকাশ হতে আট মাস সময় লাগার পর দ্বিতীয় সেমেস্টারের ফর প্রকাশ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছাত্রছাত্রীরা। আগের ফল না জেনে পরীক্ষায় বসার উৎসাহ থাকছে না পরীক্ষার্থীদের। সবটাই অনিশ্চয়তায় ভরা।

আরও অনিশ্চয়তা বেড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নথি তৈরি করা দায়িত্বপ্রাপ্ত বহুজাতিক সংস্থাকে ঘিরে। সূত্রের খবরে জানা যায় বকেয়া পাওনাগণ্ডা না পেলে কাজ করবে না বলে বেঁকে বসে। যদিও পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বসে মিটমাট করে।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত বহুজাতিক সংস্থা কার্যত এই কাজে অদক্ষ। সরকার পরিবর্তনের আগে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাটি ছাত্র-ছাত্রীদের ফল প্রকাশে অনেক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। আগের উপাচার্য স্মৃতিকুমার সরকার উক্ত সংস্থাকে বাতিল করে নতুন সংস্থাকে দায়িত্ব দেয়। তারপর থেকেই নানান দুর্নীতির গন্ধ বাতাসে ঘুরছে।

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০১৮

প্রকাশিত হচ্ছে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারের শারদ সংখ্যা সমৃদ্ধ হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত লেখক কবির পাশাপাশি নবীন প্রতিভাবান লেখক-কবিদের রচনায়।

আমাদের mail id :
weeklynatunchithi@gmail.co,
dinesh.jha09@gmail.com

নতুন চিঠি

২৭ আগস্ট, ২০১৮

ভারত কোন পথে—অমর্ত্য সেনের ভাবনা

'কে অমর্ত্য সেন'?—নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন সম্পর্কে এরকম তাচ্ছিল্যবাচক উক্তি পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সভাপতির মতো মহাব্যক্তিত্বের পক্ষেই করা সম্ভব। তিনি আরও বলেছেন, অমর্ত্য সেনের বোঝা উচিত, তাঁর চিন্তাধারাকে মানুষ পরিত্যাগ করেছে। উনি নিজে বাম রাজনীতির ভুল পথে চলেছেন, সমাজকে ভুল পথে চালিয়েছেন, এখন ভুল দিশা দিচ্ছেন।

প্রশ্ন এই, অমর্ত্য সেনের মতো 'সামান্য' একজন ব্যক্তির মত নিয়ে তাঁর তথা তাঁর দলের এত দুশ্চিন্তা কেন? কী বলছেন অমর্ত্য সেন? সাংবাদিকদের কাছে আগেও যা বলেছেন, শনিবার কোলকাতার শিশির মঞ্চে 'প্রতীচী' আয়োজিত 'ভারত কোন পথে' শীর্ষক আলোচনাচক্রেও সেই কথাই তিনি বিশদে বলেছেন। তাঁর মতে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বাম ও অ-বাম শক্তিকে একজোট হতে হবে। ২০১৪ সালে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ভোটারের সমর্থনে বিজেপি জয়ী হয়েছিল, ২০১৯ সালে যেন তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। বামপন্থীদের একক শক্তির পক্ষে তা সম্ভব নয়। তার জন্য বামপন্থী ও অ-বামপন্থীদের সমঝোতা করে লড়তে হবে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একসঙ্গে হাঁটা যায়। এ-ব্যাপারে বামপন্থীদের আর একটু উদার হবার আহ্বান জানিয়ে অমর্ত্য সেন বলেন, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই-এর এই বিশেষ প্রশ্নে বামপন্থীরা অ-বামপন্থীদের পাশে থাকলেও, সবক্ষেত্রেই তা করতে হবে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। তাঁর পরামর্শ, দুর্বলতা কাটিয়ে বামপন্থীদের আরও তেজি হতে হবে, সক্রিয় হতে হবে।

অমর্ত্য সেন অবশ্যই কোনো দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন। কিন্তু তাঁর বামপন্থার অনুরাগী চিন্তাধারা সর্বজনবিদিত। বিজেপির ক্রোধ ও তার রাজ্যসভাপতির তাচ্ছিল্যবাচক মন্তব্যের উৎস এখানেই। তাদের আতঙ্ক অমর্ত্য সেনের মত যদি বিরোধী মহলে গ্রাহ্য হয়, তাহলে বিজেপির পক্ষে তা সমূহ বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

অপর দিকে অমর্ত্য সেনের অভিমত নাগরিক সমাজ অনেকটা মান্যতা পেলেও বামপন্থী ও বিজেপি-বিরোধী অ-বাম দলগুলির কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে সেটাই এখন দেখার। বৃহত্তর ফ্যাসিবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে তৃণমূলের হাত ধরা কতটা সম্ভব ও ভবিষ্যতের পক্ষে কল্যাণকর হবে, তা নিয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে। এই বিজেপির সঙ্গেই জোট বেধে একসময় তৃণমূল কেন্দ্রীয় সরকারের অংশভাগী হয়েছিল, সে কথাকেও তো অস্বীকার করা যায় না।

বৃহত্তর অপ-শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ক্ষুদ্রতর বিরোধী-শক্তির সঙ্গে রণকৌশলগত জোট ও তার স্বার্থকতার উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে আছে। এমনকি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্ব হিসাবেও। কিন্তু ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তা কতটা অনুসরণযোগ্য বা আদৌ অনুসরণযোগ্য কি না তা বামপন্থী ও বিজেপি-বিরোধী অন্যান্য দলগুলির সিদ্ধান্তের বিষয়। এবং এই সিদ্ধান্তের উপরও নির্ভর করছে ফ্যাসিবাদী বীভৎসার মুখোমুখি শুধু রাজনৈতিক ভবিষ্যতই নয়, তার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসও।

এক ডজন প্রশ্ন

১. ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হলে প্রথম পতাকা উত্তোলনের সময় সানাই বাজিয়েছিলেন কে? তিনি কবে প্রয়াত হন?

২. কবে, কে, অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করেন?

৩. যুদ্ধবন্দিকে হত্যা করা যাবে না, কার মুখ্য পরিকল্পনায় কবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়? তিনি কবে নোবেল পান?

৪. বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য কবে জন্মান? তিনি কীভাবে এবং কেন শহিদের মৃত্যু বরণ করেন?

৫. 'ভারতের সংসদ 'রাজ্যসভা'র আগে কী নাম ছিল? কে কবে 'রাজ্যসভা' ঘোষণা করেন?

৬. পৃথিবীখ্যাত আগ্নেয়গিরি 'ভিসুভিয়াস' প্রথম কবে জেগে উঠেছিল? কত মানুষ ও কটি শহর ধ্বংস হয়েছিল? গত ২০০০ বছরে এই আগ্নেয়গিরি কতবার জেগেছে? শেষ কবে জেগেছিল?

৭. ইংরেজ ব্যবসায়ী জব চার্ণক কবে কলকাতার সুতানুটিতে পা রাখেন? তিনি কবে মারা যান?

৮. দূরবীন আবিষ্কার কবে কে প্রথম প্রকাশ্যে আনেন?

৯. কলকাতা থেকে 'নন্দন' পত্রিকা কবে প্রথম প্রকাশিত হয়?

১০. কলকাতায় রেডিও সেন্টার কবে চালু হয়? তখন কী নাম ছিল? পরে 'আকাশবাণী' নাম কে দেন?

১১. ক্রিকেট সম্রাট স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান কবে কোথায় জন্মান? মৃত্যু কবে?

১২. বিশ্ব ক্রোধ দিবস কবে পালিত হয়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

তেভাগা আন্দোলনের ৭২ বছরে সাহিত্য-সংগীত ও চলচ্চিত্র

আব্দুস সবুর

তেভাগা আন্দোলনের নিবিড় প্রভাব পড়েছিল সাহিত্য-সংগীত-নাটক ও চলচ্চিত্র সহ সৃজন-চিন্তন-মননে। সমস্ত শাখা প্রশাখায় ঝোড়ো হাওয়া বা উত্তাল আন্দোলনের সময়ে দেশে দেশে এক ধরনের সাহিত্য বা সঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছে যা মানুষকে উদ্দীপিত করেছে সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে। আমাদের দেশেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির সমসাময়িক কালে বাংলা সাহিত্যে এমনই একটি জোয়ার এসেছিল। কৃষকের তেভাগা আন্দোলন বাংলা সাহিত্যের জগতে আন্দোলন চলাকালীন সময়েই ঠাঁই করে নিয়েছিল। সারা বাংলাদেশ জুড়ে চলছিল হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ তেভাগা আন্দোলন। ১৯৪৪ এ বিজন ভট্টাচার্য লিখলেন 'নবান্ন' নাটক। বিষয় ৫০-এর মন্বন্তর। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ আর চাষিদের উপর মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হল এই নাটক। এছাড়া গোলাম কুদ্দুসের 'লাখে না মিলয়ে এক' কেবল তেভাগা আন্দোলনের বিবরণই নয়—অনবদ্য এক সাহিত্য সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে এরকম অসংখ্য গল্প-উপন্যাস-সঙ্গীত এবং চলচ্চিত্র।

১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে খুলনা জেলার মৌভোগে অনুষ্ঠিত কৃষক সম্মেলনের প্রেরণায় কবি বিষ্ণু দে রচনা করলেন কবিতা— 'মৌভোগ'। কবি লেখেন, "জন্মে তাদের কৃষাণ শুনি কাস্তে বানায় ইস্পাতে/কৃষাণের বউ পঁইছে বাজু বানায়/যাত্রা তাদের কঠিন পথে রাখী বাঁধা কিশোর হাতে/রাক্ষসেরা বৃথাই রে নখ শানায়।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের গণঅভ্যুত্থানের শ্রেষ্ঠ গীতিকার, সুরকার সলিল চৌধুরীর গানে বলিষ্ঠ ভাষা পায় সংগ্রামী কৃষকদের দাবি—

"হেই সামালো হেই সামালো! / হেই সামালো ধান হো / কাস্তেটা দাও শান হো / জান কবুল আর মান কবুল / আর দেব না, আর দেব না / রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো।"

সলিল চৌধুরীর আরো এক সব থেকে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'কাকদ্বীপ' শীর্ষক কবিতা। উত্তর-স্বাধীনতা পর্বের সুবিখ্যাত তেভাগা অঞ্চল সুন্দরবনের কাকদ্বীপ। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে এখানকার চন্দনপিঁড়ি গ্রামের কৃষক বধূ অহল্যা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হন। তিনি তখন ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। সলিল চৌধুরী লিখেছেন—"সে দিন রাত্রে সারা কাকদ্বীপে / হরতাল হয়েছিল / সে দিন আকাশে জলভরা মেঘ / বৃষ্টির বেদনাকে / বুকে চেপে ধরে থমকে দাঁড়িয়ে ছিল / এই পৃথিবীর আলো-বাতাসের অধিকার পেয়ে/ পায়নি যে শিশু জন্মের ছাড়পত্র/ তারি দাবী নিয়ে সারা কাকদ্বীপে / কোন গাছে কোন কুঁড়িরা ফোটেনি / কোন অঙ্কুর মাথাও তোলেনি / প্রজাপতি যত আরও একদিন / গুটিপোকা হয়েছিল / সেদিন রাত্রে সারা কাকদ্বীপে / হরতাল হয়েছিল।"

চন্দনপিঁড়ি গাঁয়ের এই 'অহল্যা মা' অমর হয়ে আছেন একাধিক গানে। প্রখ্যাত গণসংগীতকার বিনয় রায় লিখলেন—"আর কতকাল, বল কত কাল, সইব এ মৃত্যু আসান।" তেভাগার শহিদরা অনুপ্রেরণা দিয়েছেন গণ-গীতিকার হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে। ১৯৫০ সালে শিলচর জেলে বন্দি কৃষক মাধবী নাথের মৃত্যুতে ভাটিয়ালির একটি বিশেষ ঢঙে তাঁর গান—"আমরা তো ভুলি নাই শহিদ একথা ভুলবো না/তোমার কলিজার খুনে রাঙাইলো যে আন্ধার জেলখানা।"

১৯৫৩ সালের মে মাসে হাওড়ার বাগনানে অনুষ্ঠিত হয় কিষান সভার প্রকাশ্য প্রাদেশিক সম্মেলন। এই অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ছিল তরুণ কবি পূর্ণেন্দু পত্রীর। তাঁর হাতে সৃষ্টি হলো কবিতা 'বাগনান'। কবি লিখলেন, 'জন্মদুঃখী কৃষকের দুটি হাতে দোতারার তার/ঢেউ তোলে অস্থির কান্না / পিঞ্জরাস্থি ছিঁড়ে ফেলে। কবিয়াল গায় কবিগান / দুর্জয় বক্তৃতা শোনে / আবাল-বনিতা—বৃদ্ধ/মধ্যবিত্ত মজুর কিষান।' অমর হয়ে রয়েছে কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বিরচিত 'দুর্মর' কবিতাটিও। কবি সুকান্ত লিখেছেন, এবার লোকের ঘরে ঘরে যাবে/সোনালি নয়কো, রক্তে রঙিন ধান/দেখবে সকলে সেখানে জ্বলছে / দাউ দাউ করে বাংলা দেশের প্রাণ। আবার কবি রাম বসু লিখেছেন, দ্বীপান্তরেই যদি চলে যায় গজনে মালি / বাঁচব কি করে? মন হবে শুধু চরের বালি।' তেভাগার সংগ্রাম জন্ম দিয়েছে অনিল ঘোষের 'নয়ানপুর' নাটকের। ১৯৪৮ সালের গোড়ায় ডোঙাজোড়া গ্রামে পুলিশ-কৃষক সংঘর্ষের ঘটনার ভিত্তিতে নাটকটি রচিত হয়। ১৯৪৯-৫০ সালে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ তেভাগা অঞ্চল জুড়ে এই নাটক বহুবার অভিনীত হয়েছে।

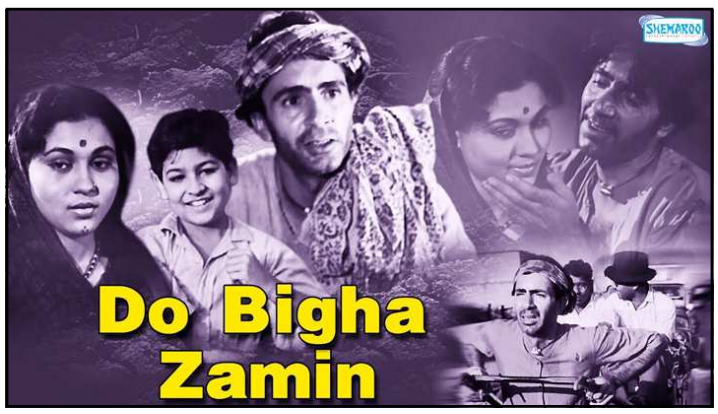

১৯৪৮ সালে বড়া কমলাপুরে কৃষক-পুলিশ যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 'ছোটো বকুলপুরের যাত্রী' বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। ১৯৫০-এর দশকেই রচিত হয় সাবিত্রী রায়ের উপন্যাস 'পাকা ধানের গান'। এই উপন্যাসের পটভূমি ছিল ময়মনসিংহের হাজং কৃষকদের আন্দোলন নিয়ে, সে আন্দোলন ছিল তেভাগারই অংশ। 'ছোটো বকুলপুরের যাত্রী'তে উঠে আসে তেভাগার জন্য কৃষক মানসে নবজাগ্রত চেতনা। গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, 'মোরা কলির পাপী লোক, এ লড়াইয়ে মোরা মরব। মোদের ছেলেপুলেরা ফের সত্যযুগ করবে।'

১৯৪৮ সালে প্রকাশিত ছোটো গল্প সংকলন 'ছোটো-বড়' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ছোটোগল্প 'হারানের নাতজামাই'। গল্পের প্রথম দিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'শীতের ৩-ভাগা চাঁদের আবছা আলোয় চোখ জ্বলে ওঠে চাষিদের...।' সংগ্রামী কৃষক সমাজকে উপজীব্য করে তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, ঘটনা, কৃষকদের প্রতিবাদী মানসিকতা 'হারানের নাতজামাই' ছোটোগল্পটিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। শিশির দাস কিমানী ময়নার মা, হাতিপাড়া গ্রামের জামাই, জগমোহন, জোতদারের পেটোয়া কানাই, শ্রীপতি, মন্মথ দারোগা, গ্রামের কচি বউ ময়না আর পুলিশের গ্রেপ্তার এড়িয়ে চাষির ঘরে লুকিয়ে থাকা কৃষক নেতা ভুবন মণ্ডল, আবার আক্রমণ প্রতিরোধে লাঠি, সড়কি, দা, কুড়ুল হাতে যত লড়াকু চাষির দল সবাই উঠে এসেছে বাস্তবের মাটি থেকে বইয়ের পাতায়। কাকদ্বীপের লালগঙ্গ গ্রামের পটভূমিকায় লিখেছেন উপন্যাস 'শৃঙ্খলিত মৃত্তিকা'। ১৯৩৬ সালে কৃষক সভার অধিকারের দাবির আন্দোলন চলছিল বাংলার গ্রামে গ্রামে।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রথম সম্মেলন হয় ১৯৪৩ সালের ২৫ মে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম প্রকাশ্য সম্মেলন হয় ১৯৪৩ সালের ১ জুন। গণনাট্যের কর্মীরা গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে বাংলার কৃষক আন্দোলনকে মানুষের সামনে তুলে ধরলেন। ইতিমধ্যে দুনিয়ার মানুষ প্রত্যক্ষ করেছেন— ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনসাধারণের মরণপণ লড়াই। শুরু হয় তেভাগা আন্দোলন। ধানের গোলা রক্ষা করার জন্য কাস্তে নিয়ে পুলিশ আর জমিদারের গুণ্ডা বাহিনীর মুখোমুখি রুখে দাঁড়ায় কৃষক রমনীরা।

গণনাট্য সংঘের কর্মীদের হাতে আসে চলচ্চিত্র প্রযোজনার সুযোগ। বোম্বাই (মুম্বাই) গণনাট্য সংঘের কর্মীরা এগিয়ে এসেছিলেন। বলরাজ সাহানি এগিয়ে এলেন। 'ধরতি কে লাল' ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এই প্রযোজনা এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

এরপর সেই প্রথম অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির একটি গণসংগঠন সরাসরি চলচ্চিত্র প্রযোজনার মতো ব্যয় বহুল বিপুল কর্মকাণ্ডে নিজেদের যুক্ত করে। প্রযোজনায় ছিলেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পক্ষে ডিপি সাঠে, পরিচালনায় গণনাট্যর এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রবাদপুরুষ খাজা আহমদ আব্বাস। সংগীত পরিচালনায় ছিলেন রবিশঙ্কর, গীতিকার প্রেম ধাওয়ান। অভিনয়ে ছিলেন বলরাজ সাহনি, দময়ন্তী সাহনি, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি ভাদুড়ি (মৈত্র), উষা দত্ত প্রমুখ। বোম্বাইয়ে প্রযোজিত হলেও কাহিনির সূত্র বাংলার তেভাগা আন্দোলনের।

কৃষকের প্রতিবাদী মূর্তি, কৃষক মহিলার শিরদাঁড়া টান করে রুখে দাঁড়ানোর ছবি ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রথম প্রবেশ করল। ছবিটি ১৯৪৬ সালে মুক্তি পায়। যখন কেরলার কায়ুর, অন্ধ্রের তেলেঙ্গানা আর বাংলার গ্রামের পর গ্রাম তেভাগা আন্দোলন ও সংগ্রামের ঢেউয়ে উত্তাল। 'ধরতি কে লাল'-এর অসামান্য সাফল্যে উদ্দীপিত হয়ে ১৯৪৬ সালে চেতন আনন্দ ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (আই পি টি এ)-এর ব্যানারে তৈরি করলেন 'নিচানগর'।

১৯৪৭ সালে বিজয় ভাট নির্মাণ করলেন 'সমাজ কো বদল ডালো'। অভিনয়ে ছিলেন গণনাট্য কর্মী প্রেম ধাওয়ান, লীলা পাওয়ার প্রমুখ।

পরিচালক বিমল রায় ১৯৫৩ সালে ছবি করলেন 'দো বিঘা জমিন' যা ভারতীয় চলচ্চিত্রে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এ ছবির কাহিনিকার ও সংগীতে ছিলেন গণনাট্যের সলিল চৌধুরী। বলরাজ সাহনি, নিরূপা রায়-এর অভিনয় এ ছবির ঐশ্বর্য।

—এরপর তিনের পাতায়

অন্য সংস্কৃতি

আলালের ঘরের দুলাল

শিবানন্দ পাল

উত্তরপ্রদেশে বিজেপি-র মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তাঁর সরকারের বছরপূর্তি উৎসবে ঘোষণা করেছিলেন, আমার সরকার সমাজবিরোধী ও অপরাধীদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে। তাদের দমনে পুলিশকে অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, সমাজবিরোধীদের যাবার এখন দুটি মাত্র রাস্তা খোলা; হয় তারা জেলে যাবে নয়ত পুলিশের গুলি খাবে!

মুখ্যমন্ত্রীর এমন গরম হুঁশিয়ারিতে রাজ্যবাসী আশা করেছিল এবার বোধহয় সত্যিসত্যিই উত্তরপ্রদেশে শান্তি ফিরছে। কিন্তু না। দেখা গেল অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। সেখানকার সমাজবিরোধী ও অপরাধীরা বেশির ভাগই আশ্রয় নিয়েছে বিজেপি-র ছাতার তলায়। ফলে আগের চেয়ে তাদের দাপট বেড়ে গেছে। অপর দিকে পুলিশকে অবাধ ক্ষমতা দেওয়ায় ডাণ্ডা হাতে রাজ্যজুড়ে তারাও নেমে পড়েছে 'অপারেশন ক্লিন' অভিযানে। যাদের মাথা গরম, গোঁয়ারতুমি করছে তারা হচ্ছে বুলেটের শিকার।

আদিত্যনাথ ক্ষমতায় আসার দশমাসের মধ্যে পুলিশের 'ক্লিন' অপারেশনে ১১০০ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে- সরকারি তথ্য। এসব ঘটনায় আহতের সংখ্যা মাত্র ৩৭০। আর একটি পরিসংখ্যান বলছে ২০১৭-র মার্চ থেকে এই ধরণের সংঘর্ষে উত্তরপ্রদেশে মারা গেছে ৪৯ জন। অপারেশন ক্লিন-এর সাফল্য সম্পর্কে সে রাজ্যের প্রশাসন তো বটেই এমনকি পুলিশও যথেষ্ট সন্দিহান। যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে তথ্য পরিসংখ্যান হাজির করে বলা হচ্ছে তাদের অভিযান সফলই হয়েছে। কিন্তু সরকারের সমালোচকরা সেসব মানতে চাইছেন না। বিশেষ করে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা তথাকথিত ওই সাফল্যকে আমল না দিয়ে বলেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'ভুয়ো এনকাউন্টার' হচ্ছে। সমাজবিরোধী দমনের নামে পুলিশ ওই রাজ্যে সামাজিক দলিত, মুসলিম, পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের যুবদের গুলি করে মারছে। এমনকি অভিযোগ, উপরওয়ালাদের কাছে মৃত ও আহতের সংখ্যা বাড়িয়ে দেখানোর নামে তারা যাকে খুশি তাকেই খুন করে দিচ্ছে। আর আসল সমাজবিরোধীরা সবাই শাসকদলের ছত্রছায়ায় (রাজনৈতিক) নিরাপদ আশ্রয়ে বহাল তবিয়তেই রয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে যে জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম হতে চলেছে এ ব্যাপারে উত্তরপ্রদেশ সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের সাথে উত্তরপ্রদেশের বুঝি বা কোথাও একটা ভালো মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বিরোধী দলের নেত্রী ছিলেন তখন তিনি প্রায়শই হুমকি দিয়ে জ্বালাময়ী ভাষণে বলতেন, অনেক গুণ্ডা বদমাশ ট্যাকেল করেছি! তাঁর সেই ঔদ্ধত্যপূর্ণ হুমকি সেসময় সমস্ত গুণ্ডা বদমাশ সমাজবিরোধীদের মধ্যে সত্যিই যেন আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। এরাজ্যের মানুষও কিছুটা বিভ্রান্ত হয়েছিল।

অচিরেই দেখা যায় এ রাজ্যে নেত্রী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন আর সমস্ত সমাজবিরোধীরা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শাসকদলের বন্ধু হয়ে গিয়েছে। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে ভুয়ো সংঘর্ষের নামে কাউকে পুলিশের মারার প্রয়োজন হয় না। কারণ রাজ্যের সিংহভাগ অপরাধই সংঘটিত হয়ে চলেছে শাসক দলের আশ্রয়পুষ্ট সমাজবিরোধীদের দ্বারা। এই হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে ঠগ-লুঠতরাজদের বলতে গেলে স্বর্গরাজ্য, ঘোরতর আতঙ্কের রাজ্য। আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে খুব একটা পার্থক্য নেই।

মুশকিল আসনের জন্য এরাজ্যে কেবল একটি মাত্র চাবি, তিনি হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিঙ্গুরের ঝোপ উপড়ে ফেলা বা ঘাস ছাঁটাই হোক কিংবা টালিগঞ্জে সিরিয়ালের জট কাটানো- সব কিছুতেই তিনি। এত কাজের মধ্যেও জানা গেল তিনি নিয়মিত সিরিয়াল দেখে থাকেন! সুতরাং দায় তো তাঁরই! 'লিজিওন অফ অনার' সৌমিত্রবাবুও ছুটে এসেছেন। সামনে আবার পুজো আছে, 'জয় হো' অনুষ্ঠান আছে। সবদিকে ওনার নজর! যাঁর পৌরহিত্যে সব মিটে গিয়েছে তাঁকে তো বিশেষ ধন্যবাদ জানাতেই হয়! সৌমিত্র অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রীকে। বৈঠক শেষে লিফট্ পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি যে বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রীর আবদারের টেলি মীমাংসাকারী কমিটির প্রধান উপদেষ্টা!

কিন্তু একই দিনে ভিন্ন ছবিও দেখা গেল!

দপ্তরের কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখলে মন্ত্রী ও আধিকারিকদের তিনি প্রায়শই ধমকধামক দিয়ে থাকেন। কিন্তু এদিনের ঘটনা একেবারেই অন্যরকম। ডোজটা ছিল সাংঘাতিক কড়া!

মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্নবাণের মুখে পড়েছেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের শিক্ষা দপ্তর। তাঁর শাসনে শিক্ষা দপ্তরে 'ঘুঘুর বাসা'! ভাবা যায়! আধিকারিকরা নাকি কোনও কাজ করেন না! কোথাও ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা বেশি, কোথাও আবার ছাত্র আছে, পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই।

মুখ্যমন্ত্রীর চাপে নতজানু শিক্ষামন্ত্রী হতাশা গোপন না করেই বলে দিয়েছেন, তাঁর কথা কেউ শুনছেন না!

শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশ মানছেন না! এমন দুঃসাহস? কে সেই আধিকারিক? মুখ্যমন্ত্রী জানতে চাইলেন!

পিএইচডি ডিগ্রির জন্য এক শিক্ষিকার ছুটি সুপারিশ করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। আধিকারিক তাঁর ছুটি মঞ্জুর করেননি। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, দরকার হলে অন্য দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে এসে শিক্ষা দপ্তরে কাজ চালানো হবে! কুছ পরোয়া নেই!

প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত আমলাদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর চোখ পড়ল কৃষি দপ্তরের আধিকারিকদের উপর। তাঁর মনে পড়ে গেল দু মাস আগে তাঁর দপ্তরে অভিযোগ এসেছিল যে কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা এ বছরে আমের মরশুমে আম উৎসবে খুব আম খেয়ে খুশি হয়ে গড়াগড়ি দিয়েছেন। ফলে মালদার জগৎবিখ্যাত আম এবার নাম করতে পারেনি। সে জায়গা দখল করে নিয়েছে পূর্ব বর্ধমানের পুর্বস্থলীর আম। অবশ্য পূর্বস্থলীর আমের স্বাদই আলাদা! ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোগ ও বস্ত্র এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ আগে দিদিকে আমের স্বাদ পরীক্ষা না করিয়েই কি রেজাল্ট আউট করেছেন! মনে হয় না!

এই যে! শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা এতদিনেও ক্ষতিপূরণের টাকা হাতে পেলেন না কেন?

কৃষিসচিব আমতা আমতা করে যা বললেন তার মানে দাঁড়ায়- প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তর তালিকা না দেওয়ায় ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রী রুষ্ট হলেন! শিলাবৃষ্টিতে মাঠে ধান নষ্ট হল। চাষির মাথায় হাত আর দপ্তরের আধিকারিকেরা ঠাণ্ডাঘরে বসে ঘুমিয়ে কাটালেন! নেতারা মাঠে ঘাটে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালেন, ক্ষতিপূরণ এই আসছে বলে! সে আর এলো না!

আচ্ছা! এবার ... পুর কমিশনার.....!

ইয়েস ম্যাডাম!

তুমি তো কোনও কাজই করছো না! ফাইল সব আটকে থাকছে। শেষ কবে রাস্তায় ঘুরতে বেরিয়েছ, বলতে পারবে?

পুর কমিশনার .... মাথা চুলকোতে শুরু করলেন! মনে মনে ভাবছেন ... একদিন .... স্যার কি দেখেছেন .... !

কৃষিসচিবের পাশে পুর কমিশনারের মাথাও নিচু হল।

দূর! দূর! দূর! কাঁহাতক আর পারা যায়! রেশনে নিম্নমানের খাদ্য বিলি! অভিযুক্ত রাইস মিল-মালিকদের বিরুদ্ধে এফআইআর লিখছে না পুলিশ! ওরাও ঘুষ খাচ্ছে! এই ... ডাকো পুলিশমন্ত্রীকে!

হাঁকডাক করে আবার তিনিই একটু জল খেলেন। তারপর গলা ঝেড়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন! মাইক ধরে আছেন কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর চুপ। এবার বললেন, বর্ষায় যদি ডেঙ্গি দেখা দেয় তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হবে! ডেঙ্গি মোকাবিলায় ঠিক মতো কাজ না করলে পুরপ্রধানদের সরিয়ে দেওয়া হবে। ক খ গ ঘ চারজন তোমরা রইলে, নজরদারি কমিটি তৈরি হল। ক-খ-গ-ঘ খুব খুশি! দিদি তাঁদের এখনোও আলালের ঘরের দুলাল করে রেখেছেন! প্রণাম দিদি!

স্মরণ

(প্রয়াত দিলীপ দুবেকে)

মলয় রায়

রাত ভাঙা পথ
পায়ে পায়ে
অনেক হেঁটেছ।
মানুষের
ভালোবাসার মানুষ।

চেতনার
সমুদ্র সঞ্চয়
দিয়ে গেলে।
চলে গেলেই
কে যেতে দেবে
তোমায়!
মৃত্যুরও
সাধ্য নেই
মনের মলাট থেকে
ওই মুখ
মুছে দেবে।

মাটির ইস্পাতে
ফলা মুখ।
কান পাতো যদি
শুনতে পাবে ঠিক।

লাল পতাকার মিছিল
দুঃসময় তাড়ানোর
পাঠ নিচ্ছে, কত
দুরন্ত সৈনিক।

অভিজিৎ দাশগুপ্তের দুটি কবিতা

শপথ

গানের ভেতরে গান
কতো অভিমান...
ছুঁয়ে ছুঁয়ে পথ
অগ্নিশপথ
সন্ধানে, কলতানে
টান্
পথে পথে, সংলাপে
ভোরের আজান।

সম্প্রীতি

ছুঁয়ে যাও, অন্তর্লীন ঢেউ
বুকের গভীরে গান
ডাকে দূরে কেউ
এপার ওপার হাওয়া
ভাসমান স্মৃতি
তোমাকেই খুঁজে পাওয়া
এই সম্প্রীতি

জাঠা

নলিনীরঞ্জন সরকার

যবে রাজপথে জনজাগরণ জাগ্রত
বিক্ষুব্ধ মানুষ ভীতিমুক্ত
যেথা জনতার সংগ্রাম উন্মুক্ত
সেথা সাহসীদের সাথে সাধারণও যুক্ত।

চাই মানুষের পরে বিশ্বাস
তারাই বলবে শেষ কথা
শাসকের রক্তচক্ষু উষ্ণ নিঃশ্বাস
হবে চির অবলুপ্ত তথা।

মানুষের সাথে মেশো দ্বার অর্গলহীন
অহং ছেড়ে নামো যেথা জনতা
ব্যক্তিত্ব বিনত হোক নিন্দুক বলুক ব্যক্তিত্বহীন
জনসমুদ্রে স্নান সেরে মুক্ত কর জড়তা।

গোস্ত না পোস্ত

শম্ভু ঘোষ

ভিতরেতে কি আছে দ্যাখ
খোল তো হাঁড়ির ঢাকা,
গোস্ত না পোস্ত রান্না
খুলেই ভ্যাবাচ্যাকা।

খবর ছিল গোস্ত আছে
দেখছি ব্যাটা সব খেয়েছে,
তলোয়ারে পেটটা ওর চের
গোস্ত পাবি ঢের ঢের।

দেখতো যদি সব গরিবের
পেটে, আছে কিনা ভাত
চা বাগানে অনাহারে
ধুঁকতো না দিন রাত।।

দুর্ভাগা দেশ

জমর সাহানী

সত্য সেলুকাস! বিচিত্র এদেশ—

এখানে জাতির জীবিত পিতার বুকেও
গুলি মারা হয়—ঢিসুম! ঢিসুম! ঢিসুম!
আঃ! হে রাম!
দেশদ্রোহী নেংটিপরা খচ্চর বুড়ো...
আপদ যেন বিদায় নিল!

এর পরেও কি-না আপনি
ত্রিপুরার বিলোনিয়ায়
লেনিনের মূর্তি গুঁড়িয়ে ফেলা হয়েছে
বলে অবাক হচ্ছেন!

যৌন নির্যাতনের অভিযোগে ৪ যুবক গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৪ আগস্ট : দেওলিয়া গ্রামের ৪ যুবকের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠলো। আমাদপুরের এক নাবালিকা পড়াশুনার জন্য দেওলিয়া গ্রামে তার দিদিমার কাছে থাকে। আঝাপুরের হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী এই নাবালিকাকে তার বন্ধু ষষ্ঠশ্রেণির ছাত্রী ডেকে নিয়ে যায় তাদের বাড়িতে। সেখানে চারজন যুবক তার উপর যৌন নির্যাতন চালালে সে চিৎকার করে ওঠে। প্রতিবেশী এক মহিলা সেই চিৎকার শুনে নাবালিকাকে উদ্ধার করে এবং চারজন যুবককে আটক করে রাখে। পুলিশ এদিন সন্ধ্যায় চারজন যুবককে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। নাবালিকার অভিভাবকের অভিযোগে পুলিশ ওই চার যুবকের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে। অভিযুক্ত ওই চার যুবকের নাম পান্না ক্ষেত্রপাল, প্রশান্ত ক্ষেত্রপাল, মঙ্গল ক্ষেত্রপাল ও সৌরভ ক্ষেত্রপাল। এদের অভিভাবকরা বলেছেন, ওদের কঠোর শাস্তি হোক!

পঞ্চায়েত ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন'এর ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২১ আগস্ট : পূর্ব বর্ধমান জেলার সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়কদের সংগঠন 'পঞ্চায়েত ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন'এর পক্ষে পূর্ব বর্ধমান জেলাশাসককে ১৪ দফা দাবি সম্বলিত দাবিসনদ পেশ করা হয়। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে এদিন পঞ্চায়েত কর্মীরা হাজির হয়ে এই ডেপুটেশন কর্মসুচিতে অংশগ্রহণ করেন। অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ) এই স্মারকলিপি গ্রহণ করেন।

মনসা মেলায় সংঘর্ষ গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২০ আগস্ট : মনসা পুজো উপলক্ষ্যে মেমারির নিমো গ্রামের মেলায় গ্রামের এক যুবক তার আত্মীয়াকে নিয়ে মেলা দেখতে গেলে আত্মীয়াকে অপমান লাঞ্ছনা করার অভিযোগে দুই পাড়ার কিছু মানুষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। কয়েকটি বাড়ি ভাঙ্গচুর ও কয়েক জন আহত হয়। ১২জন গুরুতর জখম। পুলিশ ২১জনকে আটক করে।

মোবাইলে আগুন যুবক আহত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৫ আগস্ট : প্যান্টের পকেটে থাকা অবস্থায় মোবাইল আগুন লেগে যাওয়ায় জাবির আলী শেখ নামে এক যুবক আহত হয়েছে। বর্তমানে শরীর পোড়ার যন্ত্রণা নিয়ে আহত যুবক বাড়িতেই রয়েছে। এদিন সকালে সে যখন বন্ধুদের সাথে কথা বলছিল তার মোবাইল ছিল প্যান্টের পিছনের পকেটে। হঠাৎ মোবাইলটিতে আগুন লাগে। প্যান্টের সাথে তার শরীর পুড়তে থাকলে সে তাড়াতাড়ি মোবাইল পকেট থেকে বের করতে যায়। হাতে আগুন লাগে। শেষে প্যান্ট খুলে রেহাই মেলে। ততক্ষণে শরীরের অনেকটাই পুড়ে যায়।

তেভাগা আন্দোলনের ৭২ বছরে

—দ্বিতীয় পাতার পর

১৯৫৪ সালে একই কাহিনি নিয়ে কলকাতায় ছবি করলেন সত্যেন বসু, ছবির নাম 'রিক্সাঅলা'। নায়কের ভূমিকায় ছিলেন আর এক গণনাট্যের কর্মী কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিচালক পূর্ণেন্দু পত্রী আটের দশকে ছবি করলেন 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'। বহুদিন পরে গণনাট্যের জল-হাওয়ায় সলিল চৌধুরীকে ব্যবহার করলেন প্রণব চৌধুরী। ছবি করলেন 'হারানের নাতজামাই'।

তেভাগার কৃষক আন্দোলন বাংলা এবং দেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চেতনায় এক স্থায়ী আসন দখল করে নিয়েছে। বাংলার ও দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে ও সামন্ততান্ত্রিক পশ্চাৎপদ ধ্যান-ধারণার জোয়াল ভাঙার শিক্ষা এবং সংগঠিত ও সংঘটিত তেভাগার কিংবদন্তিসম সংগ্রাম বয়ে এনেছিল আজ থেকে বাহাত্তর বছর আগে।

সূত্র :

১) তেভাগার ডায়েরি, সোমনাথ হোড়
২) বাংলার তেভাগা—তেভাগার সংগ্রাম জয়ন্ত ভট্টাচার্য
৩) তেভাগা সংগ্রাম—সুপ্রকাশ রায়।

অশ্লীল ছবিকে ঘিরে বোমাবাজি আহত ২১

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২২ আগস্ট : ফেক আইডি তৈরি করে ফেসবুকে গ্রাম্যবধূদের অশ্লীল ছবি পোষ্ট করে ধরে পড়ে যাওয়া যুবক পুলিশের সামনে গ্রামবাসীদের কাছে হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে অব্যাহতি পাওয়ার পর দলবল নিয়ে মারমূর্তি হয়ে ওঠায় নাদনঘাট থানার চর গোয়ালপাড়া গ্রামে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে আহত হয় ২১-২২জন। আহতদের কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েকজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও আঘাত গুরুতর হওয়ায় কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জনৈক হাসিবুল জামান শেখের অভিযোগ, প্রতিবেশী যুবক বাকিবুল্লা শেখ তাদের পরিবারের তিনজন সহ গ্রামের ১৩জন গৃহবধূর অশ্লীল ছবি পোষ্ট করে ধরে পড়ে। পুলিশের সামনে ক্ষমা চাওয়ার বদলা নিতে পরে সে দলবল নিয়ে গ্রামবাসীদের আক্রমণ করে। কিন্তু প্রতিরোধ হওয়ায় বেগতিক দেখে তারা বোমা নিক্ষেপ করে। কোনো গ্রেপ্তার হয়নি, গ্রামে উত্তেজনা রয়েছে।

ডাঃ ভবেশচন্দ্র লাহিড়ী স্মরণে চিকিৎসা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৬ আগস্ট : প্রতিবারের মতো এবারেও প্রয়াত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ভবেশচন্দ্র লাহিড়ী স্মরণে তাঁর দ্বাদশ-বর্ষ প্রয়াণ দিবসে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১২টা বর্ধমানে পাওয়ার হাউস পাড়ায় তাঁর স্মৃতিবিজড়িত কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিনাপারিশ্রমিকে চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র ডা. কৌশিক লাহিড়ী। তিনি বলেন, আমার পিতা ২০০৬ সালে ৫ আগস্ট প্রয়াত হন। আর আগস্ট মাসের ১১ তারিখ তাঁর জন্ম দিন। একই মাসে জন্ম এবং প্রয়াণ দিবস হওয়ায় তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এদিন প্রতিটি রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়। বহু দূর দূরান্ত থেকে আগত প্রায় পাঁচ শতাধিক রোগীকে এদিন চিকিৎসা করেন ডা. কৌশিক লাহিড়ী। তাঁকে সহায়তা করেন ডা. মাসুদ হোসেন সহ প্রায় ৮০জনের একটি চিকিৎসা পরিষেবা টিম।

পোস্টাল কর্মচারীদের প্রতিবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৪ আগস্ট, বর্ধমান : সারা ভারতে ৩৩ লক্ষ পোস্টাল কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ সুযোগ সুবিধা সংকটে রয়েছে। নতুন পে কমিশনে অনেক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। পুরানো পে-কমিশনে ফেরত এবং বিতর্কিত বিষয়গুলি সমাধানে কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির হস্তক্ষেপ দাবি করে সারা ভারত পোস্টাল কর্মচারী ইউনিয়ন পশ্চিমবঙ্গ শাখা ২৪ আগস্ট রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। তারই অঙ্গ হিসাবে সংগঠনের বর্ধমান শাখা শ্লোগান ও শাউটিং কর্মসূচিতে অংশ নেন। এছাড়াও অন্যান্য দাবিগুলি সমস্ত শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগ, আংশিক সময়ের কর্মীদের স্থায়ীকরণ, গ্রামীণ ডাক সেবকদের নিয়মিত কর্মচারীর মর্যাদা দিতে হবে। এই সমস্ত দাবিগুলির সপক্ষে দেশব্যাপী ১৫ নভেম্বর ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আগামী ৫ সেপ্টেম্বর সংসদ অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে—এ তথ্য জানান সংগঠনের বর্ধমান শাখার সম্পাদক।

রাখিবন্ধনে সম্প্রীতির আহ্বান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৬ আগস্ট : পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন এলাকায় সম্প্রীতির বন্ধনকে অটুট রাখার আবেদন জানিয়ে রাখিবন্ধন উৎসব হল। এদিন বর্ধমান শহর, মেরারি, কালনা, কাটোয়া, রায়না, খণ্ডঘোষ, পূর্বস্থলী, কাটোয়া, ভাতার, জামালপুর, মন্তেশ্বর, গলসী, শক্তিগড়, গুসকরা, কেতুগ্রামে রাখিবন্ধন উৎসব হয়। ছাত্র-যুব, মহিলা সহ শ্রমজীবী মানুষ এদিন একে অপরের হাতে রাখি পরিয়ে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হন। এদিন সর্বত্র কেরালার বন্যা দুর্গত মানুষের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন বামপন্থী ছাত্র-যুব, মহিলা, সি.আই.টি.ইউ-র কর্মীরা।

শ্লীলতাহানির অভিযোগ গ্রেপ্তার প্রাক্তন সেনাকর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৪ আগস্ট : কালনা থানার সুলতানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন কাশিমপুর গ্রামে প্রতিবেশী এক যুবতীকে মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে পুলিশ প্রাক্তন এক সেনাকর্মী শিবু ঘোষকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রামে উত্তেজনা থাকায় অস্থায়ী একটি পুলিশ ক্যাম্পও বসানো হয়েছে। ধৃত সেনাকর্মীকে এদিন কালনা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাঁর জামিন নাকচ করে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

গাছে বাঁধা অবস্থায় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৩ আগস্ট : কালনা থানার বেগপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নারানপুর গ্রামে গাছে বাঁধা অবস্থায় কুনু সোরেন (২৬) নামে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতদেহ কালনা মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত হয়। এই মৃত্যুর সাথে জড়িত সন্দেহে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ মৃতের মা সোমবারী সরেন ও মেসো ভানিরাম সরেনকে আটক করেছে।

ন্যাশনাল এজেন্ডা ফোরাম একটি আন্দোলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ আগস্ট : মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল কমিটি ২৯ জুন ২০১৮ সারা দেশ জুড়ে এই ন্যাশনাল এজেন্ডা ফোরাম-এর কাজ শুরু করেছে। গান্ধীজির ১৮টি গঠনমূলক প্রোগ্রামকে পুনরুজ্জীবিত করে এবং তার উপর ভিত্তি করে এক নতুন ভারত বানানোর জন্য নতুন বিষয়সূচি গ্রহণের কাজ শুরু করেছে এই এন.এ.এফ।

ইন্ডিয়ান পলিটিকাল অ্যাকশন কমিটি, ছাত্র-যুব এবং পেশাদার তরুণ-তরুণীদের জন্য তৈরি হওয়া একটি মঞ্চ, যেখানে তারা কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য না হয়েও ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে প্রয়োজনীয় এবং অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ করতে পারেন।

সনাতন সোরেন-এর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৫ আগস্ট : দেবীপুর গ্রামের সনাতন সোরেন (৭২) এদিন বিকেল চারটে নাগাদ প্রয়াত হন। তিনি সিপিআই(এম) মেমারি-১ পূর্ব এরিয়া কমিটির অন্তর্গত সদস্য ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন। দুদিন আগে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হওয়ায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৮৬ সালে তিনি দলীয় সদস্যপদ লাভ করেন। তিনি একটি সরকারি ব্যাঙ্কের কর্মী ছিলেন। শ্রমিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে তিনি বামপন্থী রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। ১৯৭২ সালে কংগ্রেসী গুণ্ডাবাহিনীর হাতে প্রচণ্ড প্রহৃত হন। এক সময় মিসায় জেল খেটেছেন। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে প্রচুর মানুষ তাঁর বাসভবনে সমবেত হন। স্থানীয় নেতৃত্ব ও বহু মানুষ তাঁর মরদেহে মাল্যদান করেন। রক্তপতাকা ও মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। তাঁর স্ত্রী, তিন পুত্র, এক মেয়ে বর্তমান।

শ্রমিকদের মিছিল ও পথসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৫ আগস্ট : রাজ্য তথা দেশ জুড়ে শ্রমিক মারা নীতির বিরুদ্ধে আগামী ২৯ আগস্ট কলকাতায় রাজ্য শ্রম দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ এবং ৫ সেপ্টেম্বর দিল্লি চলো অভিযান। শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার লড়াই-এর এই দুই কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে কালনায় মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। শহর পরিক্রমার পর কালনা বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে পথসভার মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে। সি.আই.টি.ইউ-এর কালনা শহরের এরিয়া কমিটির উদ্যোগ অনুষ্ঠিত পথসভায় বক্তব্য রাখেন সঞ্জিত মুখার্জী, তাপস দাস প্রমুখ।

বন্যাপ্লাবিত মানুষের জন্য সাহায্য সংগ্রহ

—প্রথম পাতার পর

খুকু আইচ, মনিপ্রভা ভাদুরী, মৃদুলা রায়, মিত্র ঘোষ, সোনালী দাঁ প্রমুখ শহরের মহিলা নেত্রীরা। ২৩শে আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি বর্ধমান শহর ১ ও ২নং এরিয়া কমিটির উদ্যোগে কেরলের বন্যা কবলিত এলাকার মানুষের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। অর্থসংগ্রহ অভিযানে ছিলেন গৌরী ব্যানার্জী, পারুল ঘোষ, সুপর্ণা ব্যানার্জী, কাকলী ঘোষ, শ্রাবণী প্রমুখ মহিলা নেত্রীগণ। চার হাজার একাত্তর টাকা সংগ্রহ হয়। কালনার নিভুজিবাজারে এদিন কেরালার বন্যাদুর্গত মানুষদের জন্য অর্থসংগ্রহ করা হয়। এই কর্মসুচিতে নেতৃত্ব দেন সারা ভারত মহিলা সমিতির সভানেত্রী অঞ্জু কর এবং ঐদিন একই কর্মসুচিতে বাঘনাপাড়ায় অর্থসংগ্রহে নেতৃত্ব দেন সিপিআই(এম) পার্টির কালনা ১ এরিয়া কমিটির সম্পাদক সুকুল শিকদার। ২১শে আগস্ট কালনা থেকে কাটোয়া পর্যন্ত কেরলের বন্যা দুর্গত মানুষের জন্য ট্রেনে এস এফ আইয়ের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে অর্থ সংগ্রহ করে কালনার ছাত্ররা। যাত্রীদের কাছ থেকে তারা অর্থসংগ্রহ করতে করতে কাটোয়া পর্যন্ত যায় এবং তারপর ফিরে আসে। এদিন তাদের সংগ্রহ হয় মোট সাড়ে সাত হাজার টাকা। অর্থসংগ্রহের এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে বিশ্বরূপ হাজরা এবং অনির্বাণ রায়চৌধুরী। তাঁরা জানান, কেরালার বন্যা দুর্গত মানুষদের জন্য ট্রেনে এইভাবে অর্থসংগ্রহ অভিযান চলবে ২৫শে আগস্ট পর্যন্ত। ২১শে আগস্ট বিকেলে মেমারি জিটিরোড সংলগ্ন লরি ইউনিয়নের সামনে থেকে মেমারি ১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির উদ্যোগে কেরালার ভয়ংকর বন্যাদুর্গত মানুষদের জন্য গণঅর্থসংগ্রহ শুরু হয়। অংশগ্রহণ করেন দলের কর্মী সমর্থক সকলে। রাস্তার দুধারে ব্যবসাদার, ফুটপাতের হকার, পথচারি মানুষ ও বাসের যাত্রীরা ব্যাপকভাবে সাড়া দেন এই কর্মসুচিতে। অর্থসংগ্রহ শেষ হয় মেমারি শহরের বামুনপাড়া মোড়ে। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সনৎ ব্যানার্জী, পিযূষ বিশ্বাস, প্রশান্ত কুমার, পিন্টু ভট্টাচার্য, শ্যামলিমা কোঙার, আরতি গাঙ্গুলি প্রমুখ।

কালনা রেল স্টেশনে অর্থ সংগ্রহে নামেন প্রতিবন্ধীরা। শুধু অর্থ সংগ্রহই নয় নিজেরাও অর্থ দান করেন। কালনা শহরের সম্পূর্ণ প্রান্তিক পরিবারের প্রতিবন্ধী বন্দনা মণ্ডল টিউশনি করার অর্থ থেকে পাঁচশো টাকা দান করেন। অন্য আর এক প্রতিবন্ধী বিশ্বনাথ সিংহও একশো টাকা দান করেন। অর্থসংগ্রহে অংশগ্রহণ করা ২৫ জনের প্রতিবন্ধী দলের নেতৃত্ব দেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর কালনা জোনাল নেতৃত্ব। ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ধর, রবিলাল মুর্মু, সঞ্জিত মুখার্জী প্রমুখ।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১) ওস্তাদ বিসমিল্লা খান। ২১ আগস্ট ২০১৬। ২) ১৭৭০ সালের ২২ আগস্ট, জেমস কুক। ৩) ১৮৬৪ সালের ২২ আগস্ট, জেনেভা কনভেনশনে। জ্যাঁ অঁরি দুনান্ত, ১৯০১ সালে শান্তিতে। ৪) ১৯৯০ সালের ২২ আগস্ট জন্ম। তিনি বিপ্লবী দিনেশ গুপ্তর ফাঁসির দণ্ডাদেশকারী বিচারক গার্লিককে ২৭ জুলাই ১৯৩১ হত্যা করেন, তখন পুলিশ গুলি চালিয়ে তাঁকে হত্যা করে। ৫) কাউন্সিল অফ টেটস্। ভারতের উপর রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, ১৯৫৪ সালের ২৩ আগস্ট। ৬) খ্রিস্টপূর্ব ৭৯ সালের ২৪ আগস্ট, ১৫,০০০ মানুষ সহ ৪টি শহর, ৩৬ বার। ১৯৭৯ সালের ২৪ আগস্ট। ৭) ১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট, মৃত্যু ১০.১.১৬৯৩। ৮) বিজ্ঞানী গ্যালিলিও, ১৬০৯ সালের ২৫ আগস্ট। ৯) ১৯৭১ সালের ২৫ আগস্ট। ১০) ১৯২৭ সালের ২৬ আগস্ট, 'ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং সার্ভিস'। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। ১১) ১৯০৮ সালের ২৭ আগস্ট, অস্ট্রেলিয়ায়, ২৫.২.২০০১। ১২) ২৮ আগস্ট।

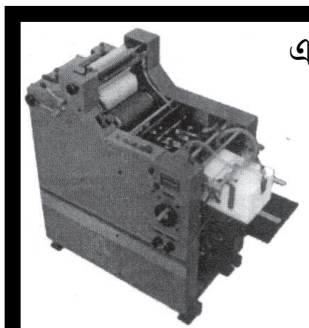

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

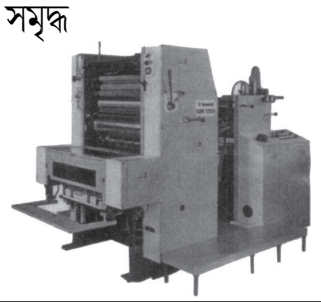

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা